ধর্ম্ম সভ্য প্রমাণ দেখুন আসামেতে আশ্চর্য্য ঘটনা

ছেলের মাংস কেটে রন্ধন

মাংস খেতে দেয় স্বামীরে, কাটিয়া সতীনের ছেলেরে

কবি—প্রবীণ কুমার রায়

প্রকাশক—শামসুদ্দিন আহম্মদ

ও (তরজা গায়ক)

সাং—নেতড়া

পোষ্ট—নেতড়া ২৪ পরগণা।

1957

॥ কবিতা আরম্ভ ॥

শোনেন সবে একমনে শোনেন দিয়া মন,
আশ্চর্য্য ঘটনা একটি করে যাই বর্ণন।

ঘটনা আসামেতে ২ পাই জানিতে তালপুকুরের পারে,
হারাণ রায় নামে একজন সেথায় বসত করে।

ছিল শ্রেষ্ঠ ধনী জ্ঞানী গুণী নিজের কারবার ছিল,
রায় বংশের ভাল মেয়ে বিবাহ করিল।

নাম তার ভারতী ২ ছিল সতী দেখিতে সুন্দরী,
দেখলে পরে মনে হত স্বর্গের অপ্সরী।

দুই বৎসর পরে ২ তাহার ঘরে একটি পুত্র হল,
আনন্দেতে পিতামাতা তপন নাম রাখিল।

পাঁচ বৎসর পরে ২ ভর্ত্তি করে স্কুলেতে গিয়া,
তপন কুমার স্কুলে পড়ে আনন্দিত হইয়া।

হঠাৎ ভারতীরে ২ ধরে জ্বরে হইল নিউমোনিয়া,
তিন দিনকার জ্বর হইয়া গেল সে মরিয়া।

হারাণ চিন্তা করে ২ কেমন করে ছেলে মানুষ করব,
কেমন করে আমি এখন কাজেতে বা যাব।

এসে পাড়ার লোকে ২ বুঝায় তারে মোদের কথা ধর,
ভাল দেখে আর একটি বিয়ে তুমি কর।

এই কচি ছেলে ২ বড় না হলে কোথায় রেখে যাবে,
মাতৃহারা ছেলেকে আর কেবা মানুষ করবে।

হারাণ চিন্তা করে ২ আনল ঘরে আর এক বিয়ে করে,
স্ত্রীর নামটি উষাবালা বাস করে শহরে।

হারাণ বলে তারে ২ এই ছেলেরে মানুষ করিবে,
নিজের ছেলের মত তুমি ইহাকে দেখিবে।

হারাণ বলে তারে ২ এই ছেলেকে মানুষ করিবে,
নিজের ছেলের মত তুমি ইহাকে দেখিবে।

এই ছেলের তরে ২ বিয়ে করে আনলাম তোমাকে,
উষা বলে নিজের মত ভালবাসব ওকে।

করোনা কোন চিন্তা ২ শোন কথা বিশ্বাস করিয়া,
একে আমি দেখবো শুনব কাজে যাও চলিয়া।

হারাণ তাই শুনিয়া ২ যায় চলিয়া নিজের কারবারে,
উষারাণী গর্ভবতী হল ছয়মাস পরে।

তখন চিন্তা করে ২ কুবুদ্ধি ধরে ভাবে মনে মনে,
নিজের ছেলে বড় হলে ভাগ নেবে দুই জনে।

একে সরাতে হবে ২ তবেই ভবে হবে আমার সুখ,
সতীনের ছেলে কি আমার বুঝবে মনের দুখ।

এই চিন্তা করে ২ বলে ছেলেকে স্কুলে যেওনা,
স্কুলেতে গেলে পরে ঘরের কাজ চলে না।

হারাণ বাড়ী এলে ২ তপন বলে মা আমারে কয়,
স্কুলেতে গেলে কি আর ঘরের কাজ হয়।

হারাণ যায় রাগিয়া ২ উষাকে গিয়া বলিতে লাগিল,
এই কি তোমার মনের আশা আগে থেকে ছিল।

ওকে স্কুলেতে ২ কেন যেতে দিচ্ছ নাকো তুমি,
বাড়ীর কাজের জন্য লোক রেখে দিব আমি।

উষা রাগ হইল ২ খেতে দিল তপনকে ডাকিয়া,
তিন দিনকার বাসী ভাত খেতে দিল উষা গিয়া।

তারপর কলেরা হল ২ হারাণ এল স্ত্রীকে ডেকে কয়,
কেমন করে এমন হল বলিবে নিশ্চয়।

তপন পিতার ধারে ২ ধীরে ধীরে সব বলে যায়,
তিন দিনকার বাসী ভাত খেতে দেয় আমায়।

হারাণ রাগ হইয়া ২ উষাকে গিয়া চুলের মুঠি ধরে,
তিনদিনকার বাসী ভাত খাওয়ালে কেমন করে।

বাড়ীতে ডাক্তার এসে ২ দেখে শেষে ভাল হয়ে গেল,
উষারাণীর মনের রাগ মনেতে রহিল।

একদিন তপন রায় পুকুরে যায় সাঁতার কাটিতে,
স্নান করিয়া আসতে তাহার দেরী হল তাতে।

উষা রাগ হইয়া ২ ঘাড় ধরিয়া মারিতে লাগিল,
মনের-রাগে তপনের চুলের মুঠি ধরিল।

তুই পুকুরে গিয়া ডুবাইয়া সাঁতার কাটিবি,
আমি তোকে কিছু বললে তোর পিতার কাছে বলবি।

আজ তোর রক্ষা নাই ২ মারল ঘাই বিছুটি ডাল দিয়া,
মারের চোটে ফুলে গেল সারা দেহ ছাইয়া।

তপন চীৎকার করে ২ মায়ের ধারে বিনয় করে বলে,
আর কোনদিন বলব না মা বাড়ীতে বাবা এলে।

তপনকে মেরে ধরে ২ বন্ধ করে তালা দিয়ে রাখে,
ঘরের মধ্যে কাঁদে বসে অতি মনের দুঃখে।

(দুঃখের যাতনায় তপনের গান)

জনম দুঃখী কপালপোড়া আমি একজনা,
আমার জনম গেল দুঃখে দুঃখে সুখের দিন আর হলনা
শিশুকালে মরল মাতা মনের মত মা পেলাম না,
অন্ধ ঘরে সারাদিন ধরে খেতে নাহি পাই।
খেতে চাইলে দেয় এনে মোরে উনানের ছাই॥

আমায় দিবারাত্র মারে ধরে দেয় যে কত যাতনা,
পিতার কাছে বলে দিলে বেঁধে রাখে মোরে।
বিছুটি পাতার ডাল দিয়ে মারে যে আমারে;
হে ভগবান আর কতদিন সইব দুঃখের গঞ্জনা।

এখন বলে যাই শুনেন ভাই যত বন্ধুগণ,
দুপুর বেলা হারাণবাবু বাড়ী আসে যখন।
ছেলের চীৎকার শুনে ২ যায় তখনি তালা বন্ধ ঘরে,
লাথি দিয়ে দরজা ভেঙ্গে ছেলেকে বাহির করে।
ধরে উষারাণীকে ২ মারতে থাকে বাহির করিয়া,
মার চোটে রাগ হইয়া বাপের বাড়ী যায় চলিয়া।
মেয়ের পিতা তারে বারে বারে বুঝাইতে লাগিল,
স্বামীর সঙ্গে রাগারাগি ভাল না হইল।
চল দিয়ে আসি ২ গ্রামবাসী দেখলে কি বলবে,
বিয়ে দেয়া মেয়ে কেন বাপের বাড়ী থাকবে।
তখন এই বলিয়া যায় চলিয়া মেয়েটিকে নিয়ে,
জামাইকে বুঝিয়ে দিয়ে বাড়ী যায় চলিয়ে।
এদিকে দুষ্ট নারী ২ শুনতে পারি অপমান হয়ে,
ক্রন্দন করিতে থাকে রান্নাঘরে গিয়ে।
পরদিন বাজার হতে ২ চাকর সাথে খাসির মাংস কিনে
হারাণবাবু বাড়ী পাঠায় আনন্দিত মনে।
সেই মাংস নিয়ে ২ কাটে গিয়ে রান্নাঘরে বসে,
তপন আব্দার করে মায়ের কাছে এসে।

আমি মাংস খাব টিপিন নেব স্কুলের লাগিয়া,
আব্দার করে বলে তপন মায়ের গলা ধরিয়া।

এদিকে পাষাণী ২ নীচু জ্ঞানী উঠিল জ্বলিয়া,
তপনকে ধাক্কা মেরে দিল সে ফেলিয়া।

হাত ভেঙ্গে গেল ২ চীৎকার দিল অসহ্য জ্বালায়,
ইহা দেখে উষারাণীর মনে ভয় হয়।

তখন ভাবে মনে ২ আজকের দিনে মোর রক্ষা নাই,
ছেলেকে কেটে রন্ধন করে স্বামীকে খাওয়াই।

তখন উষাবালা ২ প্রাণ উতলা উন্মাদ হইয়া,
তপনের চীৎকার বন্ধ করে মুখে চাপা দিয়া।

কাপড় চাপা দিল ২ টিপে ধরল গলাটি তাহার,
বটি দিয়ে এক কোপে করিল সংহার।

সে যে বিভীষিকা ২ না যায় দেখা কি বলিব ভাই,
চোখে দেখা দূরের কথা কানে শুনি নাই।

তারপর সেই ছেলেকে ২ কাটতে থাকে কুচিকুচি করে,
মাংসের সহিত মিশাইয়া রান্না করে ঘরে।

শেষে মাথাভুড়ি ২ একত্র করি উনানের ভিতরে,
ছাই চাপা দিয়ে রাখে চিন্তা ভাবনা করে।

তারপর রাত্রিকালে ২ দিবে ফেলে মনেতে ভাবিয়া,
উনানের ভিতর রাখে তারে ছাই চাপা দিয়া।

এদিকে দুপুরেতে ২ দোকান হতে হারাণ বাড়ী আসে,
স্নান করিয়া খেতে তখন শীঘ্র করে বসে।

বসে ভাত খাইতে ২ তারপরেতে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করে,
তপন কুমার কোথায় গেল দেখছি নাকো ঘরে।

শুনে দুষ্ট নারী ২ তাড়াতাড়ি স্বামীর খাবার দিয়ে,
বলে এইমাত্র ছিল হেথায় গেল ভাত খেয়ে।

তুমি খেয়ে নাও ২ দোকানে যাও হয়ত কোথাও গেছে,
তপনের জন্য তুমি চিন্তা কর মিছে।

শুনে স্ত্রীর বাণী ২ সরল জ্ঞানী ভাত মেখে নিল,
স্ত্রীর কথায় বিশ্বাস করে ভাত মুখে দিল।

যেই ভাত তুলে ২ মুখে দিল টিক্‌টিকি ডাক দিল,
বাধা পেয়ে মুখের ভাত থালাতে রাখিল।

আবার ভাত মেখে ২ দেয় মুখে টিক্‌টিকি ডাক দেয়,
দুইবার বাধা পেয়ে মনে সন্দেহ হয়।

তখন স্ত্রীকে বলে ২ কোথায় গেল ডেকে তুমি আন,
চারিদিক অমঙ্গল দেখি মন উচাটন।

আন শীঘ্র করে ২ সঙ্গে তারে খাওয়াইব বসি,
স্ত্রী বলে তুমি খাও খুজে নিয়ে আসি।

তুমি ভাত খাও ২ রেখে দাও কিছু থালার পাশে,
ছেলে এসে ধীরে ধীরে খাবে অবশেষে।

তখন এই বলিয়া ২ যায় চলিয়া সেই দুষ্ট নারী,
তারপরে চলে শীঘ্র নিজের বাপের বাড়ী।

এবার মাংস দিয়ে২ ভাত মেখে নিয়ে দেখে বিষধর সাপ
খাওয়া ফেলে লাফ দিয়ে বলে বাপরে বাপ।

খুজে লাঠি নিল ২ ধাওয়া করল সাপ মারিবারে,
সাপ তখন ঢুকে গিয়া উনানের ভিতরে।

এদিকে বাড়ীতে চাকর ২ আসে সত্বর চীৎকার শুনিয়া
হারাণ বলে সাপ ঢুকেছে উনানেতে গিয়া।

শুনে সেই চাকর ২ অতি সত্বর লাঠি হাতে নিয়া,
উনানের ভিতরে গুতা মারে সেই লাঠি দিয়া।

দেখে সাপ নাই ২ আছে ভাই শুধু মাথা ভুবি,
ইহা দেখে হারাণ বাবু উঠে চীৎকার করি।

আসে পাড়ার লোক ২ করে শোক হত্যাকাণ্ড দেখে,
সকলে খুজতে থাকে সেই বিমাতাকে।

এদিকে হত্যার খবর ২ থানায় পৌছাইয়া গেল,
দারোগাবাবু খবর পেয়ে ছুটিয়া আসিল।

এসে দেখতে পায় ২ বাড়ীময় বহু লোকজন,
হারাণবাবু মাটিতে পড়ে করেছে ক্রন্দন।

সবাই শান্ত করে ২ জিজ্ঞেস করে সকল বিবরণ,
এই অবস্থা হল তোমার কিসের কারণ।

এদিকে পাড়ার লোকে ২ বিমাতাকে খুজে নাহি পায়,
দারোগাবাবু ছুটে উষার বাপের বাড়ী যায়।

তারপর বাড়ী জুড়ে ২ সার্চ্চ করে দেখে গোয়ালঘরে,
পুলিশেরা উষারাণীর হাতে কড়া মারে।

দিল হাত কড়া ২ নিয়ে তারা থানাতে চলিল,
ইহা দেখে মেয়ের পিতা শিউরে উঠিল।

জোর মামলা চলল ২ আগে ছিল কড়াকড়ি আমল,
জজ সাহেব বিচার করে করিয়া কৌশল।

মাটিতে গর্ত্ত করে ২ তার দেহটারে রাখিল পুতিয়া,
হাত মুখ তার খাওয়াইল পাগলা ঝুকুর দিয়া।

রাখে খোলা জায়গায় ২ দেখল সেথায় হাজার ২ লোক
এমন শাস্তি দেখলে পরে ভয়ে কাঁপে বুক।